সমকাল

তারিখ 05 FEB 2015
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

এক বছর সেশনজটের করলে রাবি

■ শামীম রাহমান, *রাবি*

দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতার কারণে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে (রাবি) শিক্ষা কার্যক্রম অনেকটা স্থবির হয়ে পড়েছে। ২০১৪ সাল থেকে হরতাল-অবরোধসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচি ও বিশ্ববিদ্যালয়ে অস্থিরতার কারণে মোট কর্মদিবসের অর্ধেকেরও বেশি ক্লাস-পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশির ভাগ শিক্ষার্থীই কমপক্ষে এক বছরের সেশনজটে পড়েছেন। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের আশঙ্কা, রাজনীতিতে দ্রুত স্থিতিশীলতা না এলে সেশনজট আরও বাড়বে।

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা যায়, ২০১৪ সালে ২০৩ দিন কার্যদিবস ও ৮৫ দিন ছুটি ধরা হয়। ২০৩ দিন কার্যদিবসের মধ্যে মাত্র ১০৩ দিন ক্লাস-পরীক্ষা হয়েছে। বাকি ১০০ দিনের মধ্যে প্রায় ৬০ দিন জাতীয় ও স্থানীয় হরতাল-অবরোধের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ ছিল। এর মধ্যে গত বছরের ২ ফেব্রুয়ারি বর্ধিত ফি প্রত্যাহার ও 'সান্ধ্যকোর্স বাতিলের দাবিতে চলমান আন্দোলনে পুলিশ-ছাত্রলীগ-শিবির ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যে সংঘর্ষে বিশ্ববিদ্যালয় ৩৫ দিন বন্ধ ছিল। ৪ এপ্রিল ছাত্রলীগ নেতা রুস্তম আলী আকন্দ নিজ কক্ষে গুলিবিদ্ধ হয়ে নিহত হলে প্রায় এক সপ্তাহ ক্যাম্পাস বন্ধ থাকে। ১৬ নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. এ কে এম শফিউল ইসলাম দুর্বৃত্তদের ধারালো অস্ত্রের আঘাতে নিহত হলে সে সময়ও বেশ কয়েক দিন ক্লাস-পরীক্ষা হয়নি।

চলতি বছরের ১ থেকে ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত শীতকালীন অবকাশ শেষে ১২ জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা কার্যক্রম শুরু ■ পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৬

এক বছর সেশনজটের

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বিএনপি নেতৃত্বাধীন ২০ দলীয় জোটের ডাকা অবরোধের কারণে এখন পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সব বিভাগে ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ রয়েছে। অবরোধে নাশকতার আশঙ্কায় ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিও অনেক কমে গেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের ৫০টি বিভাগের মধ্যে প্রায় সব বিভাগের পরীক্ষা জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু টানা অবরোধে নাশকতার কারণে শিক্ষার্থীদের নিরাপত্তার বিষয়টি মাথায় রেখে বিভিন্ন বর্ষের পরীক্ষা একের পর এক স্থগিত করছে সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলো। এ ছাড়া কোনো বিভাগেই ক্লাস না হওয়ায় নির্ধারিত সময়ে কোর্স শেষ করা নিয়েও সংশয় দেখা দিয়েছে।

এদিকে, হরতাল-অবরোধের মধ্যেও যেসব শিক্ষার্থী ক্যাম্পাসে এসেছেন, ক্লাস-পরীক্ষা না হওয়ায় তাদের অনেকেই বাড়ি চলে যাচ্ছেন। আবার ক্যাম্পাসে এসেও ক্লাস-পরীক্ষা না হওয়ায় অনেকে দীর্ঘ সেশনজটের আশঙ্কায় হতাশার কথা জানিয়েছেন। অবরোধের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস চলাচলও বন্ধ রয়েছে। ফলে ক্যাম্পাসের বাইরে থাকা শিক্ষার্থীরা আসতে পারছেন না।

গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থী শিহাবুল ইসলাম জানান, তিনি ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি হয়েছেন। গত বছরের প্রায় অর্ধেক সময় বিভিন্ন কারণে ক্যাম্পাস বন্ধ থাকায় তাদের অপূরণীয় ক্ষতি হয়েছে।

আইন বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী সুমন হোসেন বলেন, 'আমরা রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে একেবারে জিম্মি হয়ে পড়েছি। তাদের ক্ষমতা দখলের নোংরা রাজনীতির কারণে আমাদের শিক্ষাজীবন শুধু পিছিয়েই যাচ্ছে।'

বিশ্ববিদ্যালয়ের ফলিত গণিত বিভাগের অধ্যাপক ড. শামসুল আলম সরকার বলেন, 'গণতান্ত্রিক রাজনীতি কখনও সহিংস হয় না। কিন্তু আমাদের দেশ উল্টো পথে চলায় বিরূপ প্রভাব পড়ছে বিশ্ববিদ্যালয়েও। এ সমস্যা সমাধানের উদ্যোগও নিতে হবে জাতীয়ভাবে।'

উপাচার্য অধ্যাপক মুহম্মদ মিজানউদ্দিন বলেন, 'ক্লাস-পরীক্ষা বন্ধ থাকায় শিক্ষার্থীরা সেশনজটে পড়ছে। শিক্ষা কার্যক্রম যেন আর বিঘ্নিত না হয়, সে জন্য আমরা দেশের রাজনৈতিক দলগুলোর কাছে হরতাল-অবরোধের মতো কর্মসূচি না দেওয়ার আহ্বান জানাই।'